ফয়যানে মাদানী মুযাকারা (১০ম অংশ)

আল্লাহর অলীর পরিচয়

(বিভিন্ন মনোমুগ্ধকর প্রশ্নোত্তর সম্বলিত)

উপস্থাপনায়:

আল মদীনাতুল ইলমিয়া (দা'ওয়াতে ইসলামী)

এই রিসালাটি শায়খে তরীকত আমীরে আহলে সুন্নাত দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دامت برکاتہم العالیہ এর মাদানী মুযাকারার আলোকে আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশের "ফয়যানে মাদানী মুযাকারা" বিভাগের পক্ষ থেকে নতুন পদ্ধতি এবং অধিক নতুন বিষয়াবলী সংযোজনের মাধ্যমে সাজানো হয়েছে।

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط

اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

কিতাব পাঠ করার দোয়া

ধর্মীয় কিতাবাদি বা ইসলামী পাঠ পড়ার শুরুতে নিম্নে প্রদত্ত দোয়াটি পড়ে নিন اِنْ شَآءَ الله যা কিছু পড়বেন, স্মরণে থাকবে। দোয়াটি হলো,

اَللّٰهُمَّ افْتَحْ عَلَيْنَا حِكْمَتَكَ وَانْشُرْ

عَلَيْنَا رَحْمَتَكَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَام

অনুবাদঃ হে আল্লাহ্! আমাদের জন্য জ্ঞান ও হিকমতের দরজা খুলে দাও এবং আমাদের উপর তোমার বিশেষ অনুগ্রহ নাযিল কর! হে চির মহান ও চির মহিমান্বিত!

(আল মুস্তাতারাফ, ১ম খন্ড, ৪০ পৃষ্ঠা, দারুল ফিকির, বৈরুত)

(দোয়াটি পড়ার আগে ও পরে একবার করে দরূদ শরীফ পাঠ করুন)

কিয়ামতের দিনে আফসোস

ফরমানে মুস্তফা صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم: "কিয়ামতের দিন ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে বেশি আফসোস করবে, যে দুনিয়াতে জ্ঞান অর্জন করার সুযোগ পেলো কিন্তু জ্ঞান অর্জন করলো না এবং ঐ ব্যক্তি আফসোস করবে, যে জ্ঞান অর্জন করলো আর অন্যরা তার কাছ থেকে শুনে উপকার গ্রহণ করলো অথচ সে নিজে গ্রহণ করলো না (অর্থাৎ সে জ্ঞান অনুযায়ী আমল করলো না)।"

(তারিখে দামেশক লি ইবনে আসাকির, ৫১তম খন্ড, ১৩৭ পৃষ্ঠা)

দৃষ্টি আকর্ষণ

কিতাবের মুদ্রনে সমস্যা হোক বা পৃষ্ঠা কম হোক অথবা যদি বাইন্ডিংয়ে আগে পরে হয়ে যায় তবে মাকতাবাতুল মদীনা থেকে পরিবর্তন করে নিন।

www.dawateislami.net

প্রথমে এটি পড়ে নিন

اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসূলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা, শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত **হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী যিয়ায়ী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাঁর বিশেষ ভঙ্গিতে সুন্নাতে ভরা বয়ান, জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী মুযাকারা এবং তাঁর প্রশিক্ষিত মুবাল্লিগদের মাধ্যমে খুবই স্বল্প সময়ে মুসলমানদের অন্তরে মাদানী পরিবর্তন সাধিত করে দিয়েছেন, তাঁর সহচর্য থেকে উপকার লাভ করতে অসংখ্য ইসলামী ভাই মাঝে মাঝে বিভিন্ন স্থানে হওয়া **মাদানী মুযাকারা**য় বিভিন্ন বিষয়ে যেমন; আক্বিদা ও আমল, ফযীলত ও গুণাবলী, শরীয়াত ও তরিকত, ইতিহাস ও জীবনি, বিজ্ঞান ও চিকিৎসা, চারিত্রিক ও ইসলামী জ্ঞান, দৈনন্দিন বিষয়াবলী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে প্রশ্ন করা হয় আর শায়খে তরিকত, আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه তাদের প্রজ্ঞাময় এবং ইশকে রাসূলে ভরপুর উত্তর দিয়ে ধন্য করে থাকেন।

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর প্রদত্ত চিত্তাকর্ষক এবং জ্ঞান ও প্রজ্ঞাময় মাদানী ফুলের সুবাসে দুনিয়ার মুসলমানদের সুবাসিত করার পবিত্র প্রেরণায় আল মদীনাতুল ইলমিয়া এর **"ফয়যানে মাদানী মুযাকারা"** বিভাগ এই মাদানী মুযাকারা সমূহ প্রয়োজনিয় পরিবর্ধন ও পরিমার্জন সহকারে **"মলফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত"** নামে পেশ করার সৌভাগ্য অর্জন করছে। এই লিখিত পুস্পস্তবক পাঠ করাতে اِنْ شَآءَ الله আক্বিদা ও আমল এবং জাহির ও বাতিনের সংশোধন, **আল্লাহ পাকে**র ভালবাসা ও ইশকে রাসূলের অশেষ দৌলতের পাশাপাশি আরো ইলমে দ্বীন অর্জনের প্রেরণা জাগ্রত হবে।

এই রিসালায় যা সৌন্দর্য রয়েছে তা নিঃসন্দেহে **আল্লাহ পাক** ও **তাঁর মাহবুবে করীম** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এর দান, আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর দয়া এবং আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه এর স্নেহ ও একনিষ্ট দোয়ার প্রতিফল আর অপূর্ণতা থাকলে তা আমাদের অমনোযোগীতা ও অলসতারই কারণে।

আল মদীনাতুল ইলমিয়া মজলিশ
(ফয়যানে মাদানী মুযাকারা বিভাগ)
১৫ রবিউল আখির ১৪৩৬ হিঃ/ ০৫ ফেব্রুয়ারী ২০১৫ ইং

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা	বিষয়	পৃষ্ঠা
দরূদ শরীফের ফযীলত	৪	অলী কি কবীরা গুনাহ সম্পাদন করতে পারে?	২৬
বেলায়ত কাকে বলে?	৪		
আল্লাহর অলী কাকে বলে?	৬	বেলায়ত জ্ঞানহীনরা পাইনা	২৭
আওলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর পরিচয়	৯	অলীরা কি নিজেদের বেলায়ত সম্পর্কে জানেন?	২৮
আওলিয়ায়ে কেরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর বিভিন্ন স্তর	১১	কোরআনে হাফিয কতজনের জন্য সুপারিশ করবে?	২৯
আল্লাহর অনুগ্রহ কোন সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষায়িত নয়	১২	আলিম কতজন লোকের শাফায়াত করবে?	৩২
কারামতের সংজ্ঞা	১৪	**মসজিদে দরসের অনুমতি না হলে?**	৩৩
কারামত এবং মুজিযার মাঝে পার্থক্য	১৫	বহির্বিশ্বে মাদানী কাজ সুদৃঢ় করার পদ্ধতি	৩৪
অটলতা কারামত থেকেও বড়	১৭	অধিকহারে যয়তুন শরীফ আহার করার কারণ	৩৫
জনসাধারণের নিজস্ব বর্ণিত নিদর্শন এবং এর সংশোধন	১৮	বিজোড় সংখ্যায় যয়তুন ব্যবহার করার হিকমত	৩৭
মাজযুব কাকে বলে?	২১		
সত্যিকার মাজযুবের পরিচয়	২৪	তথ্যসূত্র	৩৯
জাহেরী এবং বাতেনী শরীয়াতের বাস্তবতা	২৪		

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

আল্লাহর অলীর পরিচয়

শয়তান লাখো অলসতা প্রদান করুক না কেনো
এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন,
اِنْ شَآءَ الله জ্ঞানের অমূল্য ভান্ডার অর্জিত হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

রহমতে আলম, নূরে মুজাস্‌সাম, রাসুলে আকরাম, শাহানশাহে বনী আদম صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি আমার উপর দৈনিক এক হাজার বার দরূদ শরীফ পাঠ করবে, সে ততক্ষণ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করবে না, যতক্ষণ জান্নাতে নিজের ঠিকানা দেখে নিবেনা।[১]

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ عَلٰى مُحَمَّد

বেলায়ত কাকে বলে

প্রশ্ন: বেলায়ত কাকে বলে? তাছাড়া ইবাদত এবং রিয়াযত দ্বারা কি বেলায়ত অর্জন করা যায়?

১. আত তারগীব ওয়াত তারহীব, কিতাবুয যিকিরে ওয়াদ দোয়ায়ি, ২/৩২৬, হাদীস নং- ২৫৯১।

উত্তরঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৩৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **বাহারে শরীয়াত** (১ম খন্ড) এর ২৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছেঃ বেলায়ত হচ্ছে একটি বিশেষ নৈকট্য, যা **আল্লাহ পাক** স্বীয় মনোনিত বান্দাদেরকে একান্ত দয়া ও অনুগ্রহে দান করে থাকেন। বেলায়ত **আল্লাহ পাকে**র পক্ষ থেকে দানকৃত নেয়ামত, এরূপ নয় যে, অনেক দূরহ আমল দ্বারা মানুষ নিজেই তা অর্জন করে নেয়, অবশ্যই সম্ভবত উত্তম আমল **আল্লাহ পাকে**র এই দানের উপলক্ষ এবং অনেকে প্রথম থেকেই পেয়ে যায়।

আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ আহমদ রযা খাঁন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেনঃ বেলায়ত অর্জিত নয়, শুধুমাত্র আতায়ী (**আল্লাহ** প্রদত্ত), তবে হ্যাঁ! (**আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেনঃ আমি) কর্ম ও প্রচেষ্টাকারীদের আমার পথ দেখাই।[১] যেমনটি কোরআনে পাকের ২২তম পারা সূরা আনকাবুত এর ৬৯ নং আয়াতে ইরশাদ করেনঃ

وَالَّذِیۡنَ جَاهَدُوۡا فِیۡنَا لَنَهۡدِیَنَّهُمۡ سُبُلَنَا

(পারা ২২, আনকাবুত, ৬৯)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ আর যারা আমার রাস্তায় চেষ্টা করল অবশ্যই আমি তাকে স্বীয় রাস্তা দেখাব।

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬০৬।

আল্লাহর অলী কাকে বলে?

প্রশ্নঃ **আল্লাহ**র অলী কাকে বলে?

উত্তরঃ ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ আপন আপন মতে **আল্লাহ**র অলীর বিভিন্ন সংজ্ঞা বর্ণনা করেছেন, এর মধ্যে কয়েকটি সংজ্ঞা পর্যবেক্ষণ করুন:

তাফসীরে খাযিন প্রণেতা হযরত আল্লামা আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ**র অলী তাঁরাই, যারা ফরয সম্পাদনের মাধ্যেমে **আল্লাহ**র নৈকট্য অর্জন করে এবং **আল্লাহ**র আনুগত্যে লিপ্ত থাকে আর তাঁদের অন্তর **আল্লাহ**র সৌন্দর্যের নূরের পরিচয় লাভে নিমজ্জিত থাকে। যখন দেখে তখন কুদরতে **ইলাহি**র দলিল সমূহ দেখে আর যখন শুনে তখন **আল্লাহ পাকে**র আয়াতই শুনে এবং যখন বলে তখন আপন **রবে**র প্রশংসার সহিত বলে, যখন নড়ে তখন **আল্লাহ**র আনুগত্যেই নড়ে, যখন চেষ্টা করে তখন ঐ বিষয়েই চেষ্টা করে যা **আল্লাহ**র নৈকট্য লাভের মাধ্যম হয়। **আল্লাহ পাকে**র যিকিরের প্রতি ক্লান্ত হয় না এবং অন্তরের চোখ দ্বারা **আল্লাহ** ছাড়া অন্য কাউকেও দেখেনা। এগুলোই আউলিদের গুণাবলী। বান্দা যখন এই অবস্থায় পৌঁছে, তখন **আল্লাহ পাক** তার অভিবাবক ও সাহায্যকারী এবং সহযোগিতাকারী ও সহায়ক হয়।[১]

১. তাফসীরে খাযিন, পারা ১১ সূরা ইউনুস, ৬২নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৩২২।

মুতাকাল্লিমীন বলেন: অলী সেই, যিনি বিশুদ্ধ আকীদায় বিশ্বাসী হয় এবং উত্তম আমল শরীয়াত অনুযায়ী পালন করে।[১]

কিছু আরেফিন رَحِمَهُمُ الله বলেন: বেলায়ত হলো **আল্লাহ**র নৈকট্যের নাম এবং সর্বদা **আল্লাহ পাকে**র প্রতি মনযোগী থাকার নাম। যখন বান্দা এই মর্যাদায় পৌঁছে, তখন তাঁর কোন কিছুর ভয় থাকেনা এবং কোন জিনিস হারিয়ে (ধ্বংস) যাবার দুঃখ থাকেনা।[২]

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে আব্বাস رَضِیَ اللهُ عَنْهُمَا থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: **আল্লাহ**র অলী হলো তাঁরাই, যাঁদের দেখে **আল্লাহ পাকে**র স্মরণ এসে যায়।[৩]

হযরত সায়্যিদুনা ইবনে যায়েদ رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: অলী ঐ ব্যক্তি, যার মাঝে ঐ গুণাবলী রয়েছে, যা এই আয়াতে উল্লেখ আছে:

اَلَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا یَتَّقُوْنَ

(পারা ১১, ইউনুস, ৬৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: যারা ঈমান এনেছে এবং তাকওয়া অবলম্বন করেছে।

অর্থাৎ অলী ঐ ব্যক্তি, যার মাঝে ঈমান ও খোদাভীরুতা উভয়টিই বিদ্যমান থাকে।[৪]

---

১. তাফসীরে কবির, পারা ১১, সূরা ইউনুস, ৬২নং আয়াতের পাদটিকা, ৬/২৭৬।
২. তাফসীরে খাযিন. পারা ১১ সূরা ইউনুস, ৬২নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৩২৩।
৩. জামে সগীর, হরফুল হামযাতি, ১৬৭ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ২৮০১।
৪. তাফসীরে খাযিন. পারা ১১ সূরা ইউনুস, ৬২নং আয়াতের পাদটিকা, ২/৩২২।

কিছু কিছু আলেমগণ বলেন: অলী ঐ ব্যক্তি, যিনি একনিষ্ঠভাবে **আল্লাহ পাক**কে ভালবাসে। আউলিয়াদের এই গুণ অসংখ্য হাদীসে[১] উল্লেখ হয়েছে।

কিছু কিছু শীর্ষস্থানীয় رَحِمَهُمُ اللهُ اَجْمَعِيْن বলেন: অলী তিনিই, যিনি আনুগত্য (অর্থাৎ ইবাদত) দ্বারা **আল্লাহ**র নৈকট্য অন্বেষণ করেন এবং **আল্লাহ পাক** কারামতের মাধ্যমে তাঁদের কর্মের ব্যপস্থাপনা করেন বা যাঁদের হেদায়তের অকাট্য প্রমাণাদি সহকারেই **আল্লাহ পাক** অভিভাবক হন আর তাঁরা তাঁর ইবাদতের হক আদায় করার এবং তাঁর সৃষ্টির প্রতি দয়া করার জন্য উৎসর্গ হয়ে যায়।

আউলিয়াদের উল্লেখিত সংজ্ঞা সমূহ উদ্ধৃত করার পর সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সৈয়্যদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এসব অর্থ ও বর্ণনা যদিও পরস্পর ভিন্ন, কিন্তু এতে পরস্পর মতবিরোধ কিছুই নেই, কেননা প্রত্যেকটি বর্ণনায় অলীর এক একটি গুণাবলী উল্লেখ করা হয়েছে। যিনি **আল্লাহ**র নৈকট্য অর্জন করেন, এই সমস্ত গুণাবলী তাঁর মাঝে বিদ্যমান থাকে, বেলায়তের স্তর ও মর্যাদার ক্ষেত্রে প্রত্যেকে নিজস্ব স্তর অনুসারে মর্যাদা ও সম্মান রাখে।[২]

---

১. আবু দাউদ, কিতাবুল ইজারাতি, বাবু ফির রিহান, ৩/৪০২, হাদীস নং- ৩৫২৭।
২. খাযায়িনুল ইরফান, পারা ১১, সূরা ইউনুস, ৬২ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪০৫ পৃষ্ঠা।

আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর পরিচয়

প্রশ্ন: আল্লাহর অলীর পরিচয় কিভাবে হতে পারে?

উত্তর: আল্লাহর অলীর পরিচয় লাভ করা প্রকৃতপক্ষে অনেক কঠিন। প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: প্রকৃত কথা হলো, **আল্লাহ**র অলীর পরিচয় লাভ করা অনেক কঠিন। হযরত সায়্যিদুনা আবু যায়েদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ**র অলীগণ **আল্লাহ**র রহমতের কনে, যেখানে তার মাহরিম ছাড়া অন্য কারো উপস্থিতি নেই।[১] তাই বলা হয়েছে: وَلِی رَا وَلِی مِی شَنَاسَد অর্থাৎ অলীর পরিচয় অলীই দিতে পারবেন। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল আব্বাস رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ**র পরিচয় লাভ করা সহজ, কিন্তু অলীর পরিচয় লাভ করা কঠিন, কেননা **আল্লাহ পাক** স্বীয় সত্তা ও গুণাবলীতে সৃষ্টির চেয়ে মহান ও অনন্য এবং প্রত্যেক সৃষ্টি এর সাক্ষী, কিন্তু অলী আকার আকৃতি, আমল ও কাজকর্মে একেবারেই আমাদের মতোই।[২]

শরীয়াতে প্রকাশ্যে এবং তরিকতে গোপনীয়, বাড়ির সৌন্দর্য্য দরজায় ফুটিয়ে তোলা হয় আর মুক্তো রাখা হয় কুটরিতে।[৩]

---

১. রুহুল বয়ান, পারা ১১, সূরা ইউনুস, ৬৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৬০।
২. রুহুল বয়ান, পারা ১১, সূরা ইউনুস, ৬৩নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/৬০।
৩. শানে হাবিবুর রহমান, ২৯৮ পৃষ্ঠা।

আল্লাহর প্রিয় হাবীব صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: অনেক দুর্দশাগ্রস্থ, এলোমেলো চুল বিশিষ্ট এবং ছেড়া পুরনো কাপড় পরিহিত এরূপ রয়েচে যে, যাঁরা কোন কিছুর তোয়াক্কা করে না, কিন্তু যদি তাঁরা কোন বিষয়ে **আল্লাহ পাকের** শপথ করে নেয়, তবে তা অবশ্যই তাদের পূর্ণ করে দেন।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! মনে রাখবেন! অলী হবার জন্য প্রসিদ্ধ ও প্রচার, প্রকাশ্য জুব্বা ও দস্তার সজ্জিত, ভক্তদের দীর্ঘ লাইন থাকা আবশ্যক নয় যে, যার দ্বারা তাঁদের বেলায়ত এর পরিচিতি এবং প্রসিদ্ধি হয়, বরং সাধারণ মানুষের মাঝেও অলী হয়ে থাকে। সুতরাং আমাদের প্রত্যেক নেককার বান্দাদের আদব ও সম্মান করা উচিত, জানিনা কে অদৃশ্য অলী, যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা যুন নুন মিসরী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** তিনটি জিনিসকে তিনটি জিনিসের মাঝে গোপন রেখেছেন। (১) স্বীয় অসন্তুষ্টিকে স্বীয় অবাধ্যতার মাঝে (২) স্বীয় সন্তুষ্টিকে স্বীয় আনুগত্যে এবং (৩) স্বীয় অলীদের স্বীয় বান্দাদের মাঝে। অতএব কোন গুনাহকেও ছোট মনে করা উচিৎ নয়, হতে পারে এতেই **আল্লাহ পাকের** অসন্তুষ্টি লুকায়িত রয়েছে আর কোন নেকী ছেড়ে দেয়া উচিৎ নয়, হয়তো এতেই **আল্লাহ পাকের** সন্তুষ্টিনিহিত এবং বান্দাদের মাঝে কাউকেও ছোট

১. তিরমিযী, কিতাবুল মানাকিব, ৫/৪৫৯, হাদীস নং-৩৮৮০।

বা নগন্য মনে করা উচিৎ নয়, হতে পারে সে **আল্লাহ পাকের** অলীদের মধ্য হতে একজন।[১]

আওলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর বিভিন্ন স্তর

প্রশ্নঃ সব আওলিয়াদের মর্যাদা কি একই হয়ে থাকে? তাছাড়া তাঁদের মাঝে কি একই রকম গুণাবলী পাওয়া যায়?

উত্তরঃ আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মর্যাদায় ভিন্ন রয়েছে এবং এই মনিষীরা বিভিন্ন নবীর প্রকাশস্থল, তাই তাঁদের শান আলাদা আলাদা হয়ে থাকে, সবার মাঝে একই রকম নিদর্শন অন্বেষণ করা ভুল। যেমনিভাবে একটি শাসকের বিভিন্ন বিভাগ থাকে, প্রত্যেক বিভাগের পোশাক, ক্যাপ আলাদা, পুলিশের পোশাক ও সৈনিকের পোশাক অন্যরকম এবং রেলওয়ের অন্যরকম, সবার মধ্যে একই রকম নিদর্শন অন্বেষণ করা যাবেনা। এই কারণেই কোরআন এবং হাদীসে এসকল মনিষীদের رَحِمَهُمُ الله বিভিন্ন নিদর্শন ইরশাদ হয়েছে।[২] অবশ্যই ঈমান এবং **খোদাভীরুতা** এমন একটি গুণ, যা প্রত্যেক **আল্লাহর** অলীর জন্য শর্তের যোগ্যতা রাখে। সুতরাং কোন বেদ্বীন বা ফাসিক অথবা গুনাহগার লোক **আল্লাহর** অলী হতে পারেনা। কোরআনে করীমে এই দু'টি

১. আয যুহদুল কবির, ২৯০ পৃষ্ঠা, নম্বর-৭৫৯।
২. শানে হাবীবুর রহমান, ৩০১ পৃষ্ঠা।

গুণাবলী বর্ণিত হয়েছে, ১১তম পারা, সূরা ইউনুসের ৬২ ও ৬৩ নং আয়াতে **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করেন:

اَلَاۤ اِنَّ اَوْلِیَآءَ اللّٰهِ لَا خَوْفٌ عَلَیْهِمْ وَ لَا هُمْ یَحْزَنُوْنَ ﴿۶۲﴾ الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا وَ كَانُوْا یَتَّقُوْنَ ﴿۶۳﴾

(পারা ১১, ইউনুস, ৬২,৬৩)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: শুনে নাও! নিশ্চয় **আল্লাহ**র অলীগণের কোন ভয় নেই, কোন দুঃখ নেই; ঐসব লোক, যারা ঈমান এনেছে এবং **খোদাভীতি** অবলম্বন করে।

৯ম পারা, সূরা আনফালের ৩৪নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

اِنْ اَوْلِیَآؤُهٗۤ اِلَّا الْمُتَّقُوْنَ

(পারা ৯, আনফাল, ৩৪)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তাঁর আউলিয়া তো পরহেযগারই।

এই আয়াতে মুবারকার আলোকে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْه বলেন: কোন কাফের বা গুনাহগার **আল্লাহ পাকে**র অলী হতে পারেনা। বেলায়তে **ইলাহী** ঈমান এবং **খোদাভীরুতার** মাধ্যমে লাভ হয়ে থাকে।[১]

আল্লাহর অনুগ্রহ কোন সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষায়িত নয়

প্রশ্ন: আউলিয়া কিরামরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কি মুসলমানদের কোন নির্দিষ্ট বংশ বা সম্প্রদায়ের সহিত বিশেষায়িত নাকি যেকোন পর্যায় থেকে হতে পারে?

১. তাফসীরে নঈমী, পারা ৯, সূরা আনফাল, ৩৪নং আয়াতের পাদটিকা, ৯/৫৪৩।

উত্তরঃ আউলিয়া কিরামরা رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কোন নির্দিষ্ট বংশ বা সম্প্রদায়ের হওয়া আবশ্যক নয়, কেননা আল্লাহ পাকের অনুগ্রহ কোন বংশ বা সম্প্রদায়ের জন্য বিশেষায়িত নয়, **আল্লাহ পাক** যাকে চান স্বীয় রহমত দ্বারা ধন্য করে দেন। এসকল মনিষীগণ মুসলমানদের প্রত্যেক সম্প্রদায় এবং প্রত্যেক পেশার মানুষের মাঝ থেকে হয়ে আসছে এবং কিয়ামত পর্যন্ত হতে থাকবে, কখনো শ্রমিকের বেশে, কখনো সবজী এবং ফল বিক্রেতার বেশে, কখনো ব্যবসায়ী বা চাকরের বেশে, কখনো চৌকিদার বা নির্মাণ শ্রমিকের বেশে বড় বড় আউলিয়া হয়ে থাকে। প্রত্যেকেই তাঁদেরকে চিহ্নিত করতে পারেনা। পুরো দুনিয়ায় অসংখ্য আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام সর্বদা বিদ্যামান থাকে এবং তাঁদের বরকতেই দুনিয়ার ব্যবস্থাপনা চলে। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিস দেহলভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ কে কোন ব্যক্তি অভিযোগ করলেন: জনাব! আজকাল দিল্লীর ব্যবস্থাপনা 'খুবই দূর্বল' হওয়ার কারণ কি? বললেন: আজকাল এখানকার সাহিবে খিদমত (অর্থাৎ দিল্লীর আবদাল) দূর্বল। জিজ্ঞাসা করলেন: কোন সাহেব? বললেন: অমুক ফল বিক্রেতা, যিনি অমুক বাজারে তরমুজ বিক্রি করেন। প্রশ্নকারী ব্যক্তি তাঁর নিকট গেলেন এবং তরমুজ কেটে কেটে ও পরীক্ষা করে করে সবগুলো পছন্দ হয়নি বলে নষ্ট করে ঝুড়িতে রেখে দিলেন। এরূপ লোকসান

কারীকেও তিনি (আবদাল) কিছু বললেন না। কিছুদিন পরে দেখা গেলো, ব্যবস্থাপনা একেবারে ঠিক চলছে আর অবস্থাও পরিবর্তন হয়ে গেলো। তখন ঐ ব্যক্তি পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন: দায়িত্বে কে আছেন? শাহ সাহেব বললেন: এক শরবত বিক্রেতা, যিনি চাঁদনী চৌকে পানি পান করায়, তবে এক গ্লাসের মূল্য এক চাদাম (তখনকার সময় চাদাম সবচেয়ে ছোট মুদ্রা ছিলো অর্থাৎ এক পয়সার এক চতুর্থাংশ) নেন। ইনি এক চাদাম নিয়ে গেলেন আর তাঁকে দিয়ে তাঁর নিকট পানি চাইলেন। তিনি পানি দিলে সে (কোন বাহানা করে) পানি ফেলে দিলো এবং আরেক গ্লাস চাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন: চাদাম আর আছে? বললেন: নেই। তিনি একটি থাপ্পড় মারলেন আর বললেন: আমাকে কি তরমুজ বিক্রেতা মনে করেছো?[১] **আল্লাহ পাকের** রহমত তাঁদের উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁদের সদকায় আমাদের বিনা হিসেবে ক্ষমা হোক। আমিন।

কারামতের সংজ্ঞা

প্রশ্ন: কারামত কাকে বলে?

উত্তর: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আব্দুল গণি বিন ইসমাইল নাবলুসী رَحۡمَةُ اللهِ عَلَيۡهِ কারামতের সংজ্ঞায় এভাবে বলেন: কারামত দ্বারা উদ্দেশ্য হলো ঐ সকল অস্বাভাবিক বিষয়, যার প্রকাশ

১. সাচ্চী হিকায়াত, ৩য় অংশ, ২০২, ২০৩ পৃষ্ঠা।

চ্যালেঞ্জ এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য হয়না এবং তা এমন বান্দার হাতে প্রকাশ পায়, যার সততা প্রসিদ্ধ এবং প্রকাশ্য হয়, তিনি আপন নবীর আনুগত্যকারী, বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী এবং নেক আমলের প্রতি যত্নবান।[১]

মনে রাখবেন! নবী থেকে যেসকল অস্বাভাবিক বিষয় নবুয়ত ঘোষনার পূর্বে প্রকাশ পায় তাকে ইরহাছ (এবং নবুয়ত ঘোষনার পর প্রকাশ হলে তাকে মুজিযা) বলে আর অলী থেকে এরূপ বিষয় প্রকাশ হলে তাকে কারামত বলে এবং সাধারণ মুমিন থেকে যা প্রকাশ পায় তাকে মাউনাত বলে, নির্বিক গুনাহগার ও কাফের থেকে যা তাদের অনুকূলে প্রকাশ পায় তাকে ইস্তিদরাজ বলে এবং তাদের বিপরীত প্রকাশ হলে তাকে ইহানাত বলে।[২]

কারামত এবং মুজিযার মাঝে পার্থক্য

প্রশ্নঃ মুজিযা এবং কারামতের পার্থক্য কি?

উত্তরঃ মুজিযা এবং কারামতের মাঝে পার্থক্য বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু বকর বিন ফুরক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আম্বিয়ায়ে কিরামদের عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام উপর তো মুজিযা সমূহ প্রকাশ করা আবশ্যক হয়ে যায় আর অলীগণের জন্য কারামত গোপন করা আবশ্যক হয়ে থাকে। অতঃপর

১. হাদীকাতু নাদীয়া, ২য় অধ্যায়, আল ফসলূল আউয়াল ফি তাসহীহির আকায়িদ, ১/২৯২।
২. বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/৫৮।

আল্লাহ পাকের নবীগণ তাঁদের মুজিযা থাকার দাবী করেন এবং তা দৃঢ়তার সাথে উপস্থাপন করেন আর অলীগণ কারামতের দাবী করেন না আর তা দৃঢ়ভাবে উপস্থাপনও করেন না, কেননা তা প্রতারনাও প্রমাণ হতে পারে। তাসাউফের বিষয়ে অদ্বিতীয় ব্যক্তি হযরত সায়্যিদুনা কাযী আবু বকর আশয়ারী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুজিযা শুধুমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام এর সহিত নির্দিষ্ট আর কারামত একজন অলী থেকে প্রকাশ পায়, যেমনিভাবে আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام থেকে মুজিযা প্রকাশ পায়, তেমিনভাবে অলী থেকে মুজিযা সংগঠিত হওয়া সম্ভব নয়, কেননা মুজিযার জন্য একটি শর্ত হলো যে, এর সাথে নবুয়তের দাবীও থাকবে আর কোন অলী নবুয়তের দাবী করতে পারে না, সুতরাং তাঁদের থেকে যা কিছু প্রকাশ পাবে তাকে মুজিযা বলা যাবে না।[১]

হযরত আল্লামা মাওলানা আব্দুল মোস্তফা আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মুজিযা এবং কারামতের মধ্যে একটি পার্থক্য এটাও যে, প্রত্যেক অলীর জন্য কারামত হওয়া আবশ্যক নয়, কিন্তু প্রত্যেক নবীর জন্য মুজিযা হওয়া আবশ্যক, কেননা অলীর জন্য এটা আবশ্যক নয় যে, তিনি নিজের বেলায়তের ঘোষনা করবেন বা নিজের বেলায়তের প্রমাণ দিবেন বরং

১. রিসালায়ে কুশাইরিয়া, বাবু কারামাতিল আউলিয়া, ৩৭৯ পৃষ্ঠা।

অলীর জন্য তো এটাও আবশ্যক নয় যে, তিনি নিজে জানবেন যে, আমি অলী। সুতরাং এই কারণে অনেক **আল্লাহ**র অলী এমনও আছে, তাঁরা নিজের ব্যাপারে এটাও জানে না যে, তিনি অলী, বরং অন্যান্য আউলিয়ায়ে কিরামগণ স্বীয় কাশফ (অন্তর্দৃষ্টি) এবং কারামত দ্বারা তাঁদের বেলায়ত সর্ম্পকে জেনেছেন এবং তাঁদের অলী হওয়া সম্পর্কে ব্যক্ত করেছেন। কিন্তু নবীর জন্য স্বীয় নবুয়তের প্রমাণ আবশ্যক আর যেহেতু মানুষের সামনে নবুয়তের প্রমাণ মুজিযা ছাড়া দেখানো সম্ভবই নয়, তাই প্রত্যেক নবীর জন্য মুজিযা হওয়া আবশ্যক এবং জরুরী।[১]

অটলতা কারামত থেকেও বড়

প্রশ্নঃ অলী হতে কারামত প্রকাশ হওয়া কি আবশ্যক?

উত্তরঃ অলী হতে কারামত প্রকাশ হওয়া আবশ্যক নয়, যেমনটি এখনি মুজিযা এবং কারামতের পার্থক্যে বর্ণিত হয়েছে এবং এটাও আবশ্যক নয় যে, যেই কারামত একজন অলী হতে প্রকাশ হয়েছে তা অন্যান্য আউলিয়া হতেও প্রকাশ হতে হবে। মনে রাখবেন! প্রকৃত কারামত হলো শরীয়াত ও সুন্নাতের উপর অটলতার সহিত আমল করা, যে যত বেশী শরীয়াত ও সুন্নাতের প্রতি যত্নশীল হবে, সে ততবেশি

১. কারামাতে সাহাবা, ৩৮ পৃষ্ঠা।

কারামত সম্পন্ন হবে। হযরত সায়্যিদুনা শায়খ আবুল কাশেম গরগানী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: পানিতে হাঁটা, বাতাসে উড়া এবং অদৃশ্যের সংবাদ দেয়া কারামত নয় বরং কারামত হলো, ঐ ব্যক্তি আপাদমস্তক উদাহরনীয় হয়ে যাওয়া অর্থাৎ শরীয়াতের আনুগত্যকারী ও অনুসরণকারী হয়ে যাওয়া, এমনভাবে যে, তার থেকে কোন কর্ম হারাম প্রকাশ পাবে না।[১]

হযরত সায়্যিদুনা আবু ইয়াজিদ বোস্তামী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি তুমি দেখো, কোন ব্যক্তিকে এমন কারামত দেয়া হয়েছে যে, সে বাতাসে উড়ছে, তবে তার ধোঁকায় পড়োনা, এটা দেখো যে, সে **আল্লাহ পাকের** আদেশ ও নিষেধ এবং সীমা রক্ষাকারী ও শরীয়াত আদায়ে কেমন (অর্থাৎ **আল্লাহ পাক** যেসকল বিষয়ের আদেশ দিয়েছেন, তার উপর আমল করে কিনা এবং যা নিষেধ করেছেন তা থেকে বিরত থাকে কিনা, তাছাড়া শরীয়াতের সীমা এবং তা অনুসরণে কতটুকু খেয়াল রাখে)।[২]

জনসাধারণের নিজস্ব বর্ণিত নিদর্শন এবং এর সংশোধন

প্রশ্ন: বর্তমানে কিছু লোক অলী নয় কিন্তু সাধারণ মানুষ ভুলবশতঃ তাদেরকে অলী মনে করে নেয়, এই বিষয়টিও

১. কিমিয়ায়ে সাআদাত, রুকনে সোম মুহলিকাত, আসলে দাহোম, ২/৭৪৯।
২. শুয়াবুল ঈমান, বাবু ফি নশরিল ইলম, ২/৩০১, নম্বর- ১৮৬০।

ব্যাখ্যা করে দিন, তাছাড়া কেমন **আল্লাহ**র অলীর হাতে বাইয়াত হওয়া উচিৎ?

উত্তরঃ সাধারণ মানুষের নিজস্ব জ্ঞান প্রকাশ করা এবং নিজেদের পক্ষ থেকে আউলিয়া কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর নিজস্ব বর্ণিত নিদর্শন ঘোষনা করার পরিবর্তে ওলামায়ে আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআত এবং বুযুর্গানে দ্বীনের رَحِمَهُمُ اللهُ اَجْمَعِيْن বর্ণিত বাণীর উপর আমল করা উচিৎ। সাধারণ মানুষের নিজস্ব বর্ণিত নিদর্শন এবং তাদের সংশোধন করতে গিয়ে প্রসিদ্ধ মুফাসসীর, হাকীমুল উম্মত, মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: মানুষেরা অলীর নিদর্শন নিজেদের পক্ষ হতে নির্দিষ্ট করে নিয়েছে: কেউ বলে, অলী তাকেই বলে, যে কারামত দেখায়, কিন্তু এটা ভুল, কেননা শয়তান অনেক আশ্চর্যজনক বিষয় দেখায়, সন্যাসী যোগী, জ্যোতির্বিদরা শত শত চমক দেখায়, দাজ্জাল তো আরো আশ্চার্য বিষয় করে দেখাবে, মৃতকে জীবিত করবে, বৃষ্টি বর্ষণ করবে। যদি আশ্চর্যজনক বিষয়ের উপর বেলায়তের ভিত্তি হয় তবে শয়তান এবং দাজ্জালও অলী হওয়া উচিৎ। সুফিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام বলেন: বাতাসে উড়া যদি বেলায়ত হয়, তবে শয়তানের বড় অলী হওয়া উচিৎ, কিন্তু এমনটি হতে পারেনা। কেউ কেউ বলে যে, অলী ঐ ব্যক্তি, যে দুনিয়া ত্যাগী হবে, ঘরবাড়ি ছেড়ে দিবে। অনুরূপভাবে অনেকে বলে থাকে: সে অলী কিভাবে হয়, যে টাকা পয়সা

রাখে, কিন্তু এটাও ধোঁকা। হযরত সায়্যিদুনা সুলায়মান عَلٰى نَبِيِّنَا وَعَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام, হযরত সায়্যিদুনা ওসমানে গনী رَضِیَ اللّٰهُ عَنْهُ, হুযুর গাউছুস সাকালাইন, ইমামে আযম আবু হানিফা, মাওলানা রুমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ অনেক বড় সম্পদশালী ছিলেন, তাঁরা কি অলী ছিলেন না? তাঁরা শুধু অলী নয় বরং অলীর কারীগর ছিলেন। কিন্তু এর বিপরীতে অনেক সন্যাসী কাফের দুনিয়ত্যাগী, তারা কি অলী? কখনোই নয়। কামিল সেই, যার মাথায় রয়েছে শরীয়াত, বগলে তরিকত, সামনে দুনিয়াবী সম্পর্ক, এসব সুচারূ রুপে সম্পাদন করে আল্লাহর পথ অতিক্রম করে চলে যায়। মসজিদে নামাযী, ময়দানে গাজী, কাছারীতে কাজী এবং ঘরে পরিপূর্ণ দুনিয়াদার (অর্থাৎ দুনিয়াবী কাজকর্মে ব্যস্ত)। মোটকথা যখন মসজিদে আসে তখন নৈকট্যপ্রাপ্ত ফিরিশতাদের মতো হয়েই আসে আর যখন বাজারে যায় তখন কর্ম সম্পাদনকারী ফিরিশতাদের (অর্থাৎ দুনিয়াবী কাজের তদবীরকারী ফিরিশতাদের) ন্যায় কাজ করে। অনেক মূর্খ লোক বেলায়তের দাবী করে কিন্তু নামায পড়ে না, রোযার ধারে কাছেও যায় না আর দম্ভ করে বলে আমি কাবায় নামায পড়ি। سُبْحٰنَ الله! নামায তো কাবা শরীফে পড়ে আর খাবার ও নজরানা মুরীদের ঘর থেকে নেয়, তারা পুরোপুরি শয়তান। যতক্ষণ জ্ঞান ও অনুভূতি অবশিষ্ট থাকবে ততক্ষণ পর্যন্ত শরীয়াতের বিধানাবলী ক্ষমা হতে পারে না।[১]

১. শানে হাবীবুর রহমান, ২৯৯-৩০১ পৃষ্ঠা।

যার হাতে বাইয়াত হওয়া জায়িয, তার ৪টি শর্ত রয়েছে। যেমনটি আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: এরূপ ব্যক্তির হাতে বাইয়াতের হুকুম রয়েছে, যার মাঝে কমপক্ষে এই ৪টি শর্ত বিদ্যমান: ১. বিশুদ্ধ আকীদা পোষণকারী হওয়া। ২. দ্বীনের জ্ঞান সম্পন্ন হওয়া। ৩. ফাসিক না হওয়া। ৪. তার সিলসিলা **রাসূলুল্লাহ** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পর্যন্ত সংযুক্ত থাকা। যদি এগুলো থেকে একটি বিষয়ও কম হয়, তবে তার হাতে বাইয়াত হওয়ার অনুমতি নেই।[১]

মাজযুব কাকে বলে?

প্রশ্ন: কিছু লোক প্রত্যেক পাগল এবং উন্মাদকে অলী মনে করে, এটা কি ঠিক?

উত্তর: প্রত্যেক পাগল এবং উম্মাদকে অলী মনে করা পুরোপুরি ভুল ধারনা। সম্ভবত লোকেরা মনে করে যে, পাগল ও উন্মাদরা মাজযুব, কিন্তু মনে রাখবেন! এতে কোন সন্দেহ নেই যে, প্রকৃত মাজযুব **আল্লাহ পাকে**র অলী হয়ে থাকে, কিন্তু প্রত্যেক পাগল এবং উন্মাদ মাজযুব হয়না। মাজযুবরা **আল্লাহ পাকে**র ঐ বিশেষ বান্দা, যাঁরা চরম উৎকর্ষতার কারণে যখন একেবারে রুহানিয়্যতের উচ্চ স্তরে হাবুডুবু

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৬০৩।

খায়, তখন তাদের অনুভূতি শক্তি বিলুপ্ত হয়ে যায়, যার কারণে তাঁরা চেতনা ও অনুভূতির প্রতি অমুখাপেক্ষী হয়ে দুনিয়াবী আকর্ষণ থেকে সম্পর্কছিন্ন হয়ে যায়, তাঁদের অন্য সৃষ্টির প্রতি কোন সম্পর্ক থাকেনা, তাঁরা নিজেরা কিছু খায় না এবং পানও করে না, পরিধান করে না, গোসল করে না, তাঁদের শীত ও গরম, লাভ ও ক্ষতির খবর থাকে না। যদি কেউ আহার করায় তবে খেয়ে নেয়, কাপড় পরিধান করালে পরিধান করে নেয়, গোসল করিয়ে দিলে গোসল করে নেয়, শীতকালে কম্বল চাদর ছাড়া প্রশান্তি লাভ করে আর গরমে লেপ জড়িয়ে নিলেও কোন পরোয়া নেই, অর্থাৎ মাজযুব প্রকাশ্যভাবে চেতনাহীন হয়, তাই তাঁরা শরীয়াতের অধীনও হয়না, অর্থাৎ তাঁদের উপর শরীয়াতের বিধিবিধান প্রযোজ্য হয়না। কিন্তু যখন তাঁদের উপর শরীয়াতের বিধান প্রয়োগ করা হয় তখন এর বিরোধিতাও করেনা আর এটাও মনে রাখবেন! জ্ঞান সম্পন্ন এবং অনুভূতি সম্পন্ন লোকের জন্য কোন মাজযুব হতে প্রকাশিত শরীয়াত বিরোধী কাজকে নিজের জন্য দলিল এবং প্রমাণ বানিয়ে তাঁর অনুসরণ করা বা তাঁর অনুসরণে নিজেকে শরীয়াতের আহকাম থেকে মুক্ত মনে করা জায়িয নেই।

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: কিছু মাজযুবরা رَحِمَهُمُ الله যা কিছু চেতনাহীন অবস্থায় করেছে, তা সনদ হতে পারে

না। মাজযুবগণ দুনিয়াবী চেতনা ও অনুভূতি রাখে না। তাঁদের কর্ম, তাঁদের ইচ্ছা ও সৎ ক্ষমতা থাকে না, তারা অপারগ থাকে।

হুশ মে জো না হো ওহ কিয়া না করে
কেহ সুলতানে নগীরদ খরাজ আয খারাব

(কেননা বাদশাহ অনাবাদী এবং বিরান জমিন থেকে কর গ্রহন করে না)[১]

অন্য একটি স্থানে মাজযুবদের ব্যাপারে বলেন: তারা নিজেরা সিলসিলায় থাকে, কিন্তু তাদের কোন সিলসিলা তাদের পর চলে না। অর্থাৎ মাজযুব স্বীয় সিলসিলায় পরিপূর্ণ হয়ে থাকে। নিজের মত দ্বিতীয় মাজযুব সৃষ্টি করতে পারেনা। কারণ সম্ভবত এটাই যে, মাজযুব আশ্চার্যজনক অবস্থায় বিলিন হয়ে যায় এবং স্থায়ীত্ব অর্জন করে নেয়। তাই তার অন্যের প্রতি মনযোগ থাকে না।[২]

জীবনী ও তাসাউফের কিতাবে আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর আলোচনার পাশাপাশি মাজযুবের আলোচাও পাওয়া যায়। তাঁদের মহত্ব এবং মর্যাদা সুফিয়ায়ে কিরামগণ رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام স্বীকার করেছেন। কিছু লোক জন্মগতভাবেই মাজযুব হয়ে থাকে, অনেকের রুহানী স্তরগুলো অতিক্রম করার সময় কোন একটি স্তরে সম্মোহিত

১ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৯৯।
২. আনওয়ারে রযা, ২৪৩ পৃষ্ঠা।

অবস্থা বিরাজ করে এবং কিছু মনিষী অতি উৎদীপ্ত এবং ইশকের অধিক্যে জীবনের শেষ বছর গুলোতে ধ্যানমগ্ন হয়ে যায়।

সত্যিকার মাজযুবের পরিচয়

প্রশ্নঃ সত্যিকার মাজযুবের পরিচয় কি?

উত্তরঃ সত্যিকার মাজযুবের পরিচয় হলো, যদি তাঁদের নিকট শরয়ী আহকাম উপস্থাপন করা হয়, তখন হুঁশ না থাকা সত্ত্বেও তাঁরা তা খন্ডন করবেও না এবং চ্যালেঞ্জও করবেনা। যেমনটি আমার আক্বায়ে নেয়ামত, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: সত্যিকার মাজযুবের পরিচয় হলো যে, তাঁরা পবিত্র শরীয়াতের কখনো প্রতিধন্ধিতা করবে না।[১]

জাহেরী এবং বাতেনী শরীয়াতের বাস্তবতা

প্রশ্নঃ কিছুলোক নিজেকে মাজযুব বা ফকির নাম দিয়ে শরীয়াত বিরোধী কাজকে مَعَاذَ الله নিজের জন্য জায়িয স্বীকৃতি দিয়ে বলে যে, এটা তরিকতের ব্যাপার, এটা তো ফকিরি লাইন, প্রত্যেকের বুঝে আসবেনা। অতএব যদি তাদেরকে নামায পড়তে বলা হয়, তখন مَعَاذَ الله বলে যে, এটা জাহেরী শরীয়াত, জাহেরী মানুষের জন্য, আমরা বাতেনী শরীর

১. মলফুযাতে আলা হযরত, ২৭৮ পৃষ্ঠা।

সহকারে কাবা শরীফে বা মদীনায় নামায পড়ি ইত্যাদি। এরূপ লোকদের ব্যাপারে আপনি কি বলেন?

উত্তরঃ শরীয়াত ছেড়ে দিয়ে শরীয়াত বিরোধী কাজকে তরিকত বা ফকিরি লাইন স্বীকৃতি দেয়া অথবা তরিকতকে শরীয়াত থেকে পৃথক মনে করা অবশ্যই পথভ্রষ্টতা। আমার আক্বা, আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরীয়াত এবং তরিকতের পরস্পর সম্পর্ককে এভাবে বর্ণনা করেছেন: শরীয়াত হলো উৎপত্তিস্থল এবং তরিকত তা থেকে বয়ে চলা একটি নদী। সাধারণত কোন উৎপত্তিস্থল অর্থাৎ পানি বের হওয়ার স্থান থেকে যদি নদী বয়ে চলে, তবে তা জমিনকে সেচের জন্য উৎপত্তিস্থলের প্রয়োজন হয়না, কিন্তু শরীয়াত ঐ উৎপত্তিস্থল, তা থেকে বয়ে চলা নদী অর্থাৎ তরিকতের সর্বদা এর প্রয়োজন হয়, যদি শরীয়াতের উৎপত্তিস্থল থেকে তরিকতের নদীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে যায়, তবে শুধু এ নয় যে, ভবিষ্যতে এতে পানি আসবে না বরং এই সম্পর্ক ছিন্ন হতেই তরিকতের নদী সাথেসাথেই ধ্বংস হয়ে যাবে।[১]

সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা হযরত আল্লাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: তরিকত শরীয়াতের বিপরীত (বিরোধী) নয় বরং তা

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫২৫।

শরীয়াতেরই বাতেনী অংশ, কিছু মূর্খ কল্পবিদ যারা এরূপ বলে যে, তরিকত এক জিনিস শরীয়াত অন্য জিনিস, নিছক গোমরাহী আর এই ভুল ধারণার কারণে নিজেকে শরীয়াত থেকে মুক্ত মনে করা স্পষ্ট কুফর এবং ধর্মহীনতা। শরীয়াতের আহকাম থেকে কোন অলী যত বড় মহান হোক না কোন মুক্ত হতে পারেনা। কিছু মূর্খলোক এরূপ বলে যে, শরীয়াত হলো রাস্তা, রাস্তার প্রয়োজন তাদের যারা গন্তব্যে পৌঁছেনি, আমরা তো পৌঁছে গেছি। সায়্যিদুনা জুনাইদ বাগদাদী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাদেরকে বলছেন: "صَدَقُوۡا لَقَدۡ وَصَلُوۡا، وَلٰکِنۡ اِلٰی اَیۡنَ؟ اِلَی النَّارِ অর্থাৎ তারা সত্যি বলছে, নিশ্চয় পৌঁছে গেছে, কিন্তু কোথায়? জাহান্নামে।"[১] অবশ্য যদি মাজযুব হওয়ার কারণে দায়িত্ব জ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে যায়, যেমন; বেহুঁশ লোকের জন্য শরীয়াতের কলম উঠে যাবে, কিন্তু এটাও মনে রাখবেন, যে এরূপ হবে তার জন্য এমন কথা কখনো হবে না, সে শরীয়াতের প্রতিধন্ধিতা কখনো করবেনা।[২]

অলী কি কবীরা গুনাহ সম্পাদন করতে পারে?

প্রশ্নঃ অলী কি কবীরা গুনাহ করতে পারে?

উত্তরঃ গুনাহ থেকে নিস্পাপ হওয়া শুধুমাত্র আম্বিয়ায়ে কিরাম عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام এবং ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট, কেননা **আল্লাহ**

১. আল ইয়াওকিতু ওয়াল জাওয়াহের, আল ফসলূর রাবেয়ে, ২০৬ পৃষ্ঠা।
২. বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/২৬৫-২৬৭।

পাকের নিরাপত্তার ওয়াদার কারণে তাঁদের থেকে গুনাহ সম্পাদিত হওয়া শরয়ীভাবে অসম্ভব, তাঁরা ছাড়া বাকিদের থেকে গুনাহ সম্পাদিত হওয়া অসম্ভব নয়, কিন্তু **আল্লাহ পাক** স্বীয় রহমত দ্বারা আপন আউলিয়ায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام কে গুনাহ থেকে নিরাপদ রাখেন। যেমনটি সদরুশ শরীয়া, বদরুত তরীকা, হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ আমজাদ আলী আযমী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: নবীদের নিষ্পাপ হওয়া আবশ্যক আর এই নিষ্পাপ হওয়া নবী এবং ফিরিশতাদের বৈশিষ্ট্য, নবী এবং ফিরিশতা ছাড়া কেউ নিষ্পাপ নয়। ইমামদেরকে আম্বিয়া (عَلَيْهِمُ السَّلَام) এর মত নিষ্পাপ মনে করা পথভ্রষ্টতা ও ধর্মহীনতা। আম্বিয়াগণ নিষ্পাপ এর অর্থ হলো, তাঁদের জন্য **আল্লাহ পাকের** পক্ষ থেকে নিরাপত্তার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, যার কারণে তাঁদের থেকে গুনাহ সম্পাদিত হওয়া শরয়ী ভাবে অসম্ভব। ইমামগণ এবং আউলিয়াগণরাও رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام, কেননা **আল্লাহ পাক** তাঁদেরকে নিরাপদ রাখেন, তাঁদের থেকে গুনাহ সম্পাদিত হয়না কিন্তু যদি হয় তবে তা শরয়ীভাবে অসম্ভব নয়।[১]

বেলায়ত জ্ঞানহীনরা পাইনা

প্রশ্ন: অলীর জন্য কি আলিম হওয়া শর্ত?

১. বাহারে শরীয়ত, ১ম অংশ, ১/৩৮-৩৯।

www.dawateislami.net

উত্তরঃ দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনার প্রকাশিত ১৩৬০ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **বাহারে শরীয়াত** (প্রথম খন্ড) এর ২৬৪ পৃষ্ঠায় রয়েছে: "বেলায়ত জ্ঞানহীনরা পাইনা, হোক জ্ঞান প্রকাশ্যভাবে অর্জন করুক অথবা এই মর্যাদায় পৌঁছার পূর্বে **আল্লাহ পাক** তার প্রতি জ্ঞানের দ্বার খুলে (প্রকাশ করে) দিক।" আলা হযরত رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: "শরীয়াত এবং তরিকত কখনোই দু'টি পথ নয় এবং অলী কখনো জ্ঞানহীন হতে পারে না। হযরত আল্লামা আব্দুর রউফ মানাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ শরহে **জামে সগীরে** এবং আরেফ বিল্লাহ সৈয়দ আব্দুল গণি নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ **হাদীকায়ে নাদীয়ায়** বর্ণনা করেন: ইমাম মালেক رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: বাতেনী জ্ঞান অর্জিত নয়, কিন্তু জাহেরীভাবে জ্ঞানী। হযরত সায়্যিদুনা ইমাম শাফেয়ী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: **আল্লাহ পাক** কখনো কোন অজ্ঞ ব্যক্তিকে স্বীয় অলী বানাননি। অর্থাৎ বানাতে ইচ্ছা করলে প্রথমে তাঁকে ইলম দান করেছেন, এরপর অলী বানিয়েছেন। যিনি প্রকাশ্যভাবে জ্ঞানী নয়, বাতেনী ইলম যা এর ফল, তা কিভাবে পাবে।[১]

অলীরা কি নিজেদের বেলায়ত সম্পর্কে জানেন?

প্রশ্নঃ অলীরা কি স্বীয় বেলায়ত (অর্থাৎ অলী হওয়া) সম্পর্কে জানেন নাকি জানেন না?

১. ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২১/৫৩০।

উত্তরঃ এ ব্যাপারে ওলামায়ে কিরাম رَحِمَهُمُ اللهُ السَّلَام এর মতবিরোধ রয়েছে। কারো মতে জানেন আর কারো মতে জানেন না।[১]

কোরআনে হাফিয কতজনের জন্য সুপারিশ করবে?

প্রশ্নঃ হাফিয কতজন লোকের জন্য সুপারিশ করবে এবং তার পিতামাতা কিরূপ প্রতিদান পাবে।

উত্তরঃ আমলদার কোরআনের হাফিয কিয়ামতের দিন স্বীয় বংশের দশজন লোকের জন্য সুপারিশ করবে এবং তার পিতামাতাকে এমন নুরানী মুকুট পরিধান করানো হবে, যার আলো সূর্যের আলো থেকে অধিক হবে। যেমনটি আমিরুল মুমিনিন, হযরত সায়্যিদুনা মাওলায়ে কায়েনাত, মাওলা মুশকিল কোশা, আলীউল মুরতাদা শেরে খোদা كَرَّمَ اللهُ وَجْهَهُ الْكَرِيْم থেকে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেনঃ যে কোরআন পড়লো এবং তা মুখস্ত করেলো, এর হালালকে হালাল জানলো এবং হারামকে হারাম জানলো, **আল্লাহ পাক** তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এবং তার পরিবারের দশজনের ব্যাপারে তার সুপারিশ গ্রহন করবেন, যাদের উপর দোযখ ওয়াজিব হয়েছিলো।[২]

১. রিসালাতুল কুশাইরিয়া, বাবু কারামাতিল আউলিয়া, ৩৭৯ পৃষ্ঠা।
২. তিরমিযী, কিতাবু ফাযায়িলুল কোরআন, ৪/৪১৪, হাদীস নং- ২৯১৪।

www.dawateislami.net

হযরত সায়্যিদুনা মুয়াজ জুহান্নী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **রাসূলে আকরাম, হুযুর** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে কোরআন পাঠ করলো এবং যা কিছু এতে রয়েছে তার উপর আমল করেলো, তার পিতামাতাকে কিয়ামতের দিন এমন মুকুট পরিধান করানো হবে যার আলো সূর্য থেকেও অধিক হবে, যদি ঐ সূর্য তোমাদের ঘরে হতো তাহলে এখন স্বয়ং ঐ আমলকারীর ব্যাপারে তোমাদের কি ধারনা।[১]

কোরআনের হাফিযকে বলা হবে, কোরআনে পাকের তিলাওয়াত করতে থাকো এবং জান্নাতের স্তর সমূহ অতিক্রম করতে থাকো। যেমনটি হযরত সায়্যিদুনা আব্দুল্লাহ ইবনে আমর বিন আ'স رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ থেকে বর্ণিত, **প্রিয় আক্বা, মক্কী মাদানী মুস্তফা** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কোরআন পাঠকারীকে বলা হবে, কোরআন পাঠ করতে থাকো এবং (জান্নাতের স্তর) অতিক্রম করতে থাকো আর থেমে থেমে পাঠ করো, যেমনিভাবে তুমি দুনিয়ায় থেমে থেমে পাঠ করতে, তুমি যেখানে শেষ আয়াত পড়বে, সেখানেই তোমার ঠিকানা হবে।[২]

হযরত সায়্যিদুনা আবু সুলাইমান খাত্তাবী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, বর্ণিত রয়েছে যে, কোরআনের আয়াতের সংখ্যা জান্নাতের স্তরের সমান, সুতরাং তিলাওয়াতকারীকে বলা হবে, তুমি

১. আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাবু ফি সাওয়াবু কিরাতিল কোরআন, ২/১০০, হাদীস নং-১৪৫৩।
২. আবু দাউদ, কিতাবুল বিতর, বাবু ইস্তিহবাবু তারতিল ফিল কিরাত, ২/১০৪, হাদীস নং-১৪৬৪।

যত আয়াত পাঠ করবে, তত স্তর অতিক্রম করবে, যে তখন সম্পূর্ণ কোরআন পাঠ করে নিবে, সে জান্নাতের চূড়ান্ত (সর্বশেষ) স্তর পাবে আর যে কোরআনের কোন অংশ পাঠ করলো, তবে তার সাওয়াবের শেষ কিরাতের শেষ পর্যন্ত হবে।[১]

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! اَلْحَمْدُ لِلّٰه আশিকানে রাসুলের মাদানী সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অসংখ্য মাদরাসা "মাদরাসাতুল মদীনা" নামে প্রতিষ্ঠিত, যাতে মাদানী মুন্না এবং মাদানী মুন্নীদেরকে কোরআন করীমের হিফয এবং নাজারা ফ্রি শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া প্রাপ্তবয়স্কদের জন্য সাধারণত ইশার নামাযের পর "প্রাপ্ত বয়স্কদের মাদরাসাতুল মদীনা"রও আয়োজন হয়ে থাকে, যাতে বয়স্ক ইসলামী ভাইদেরকে বিশুদ্ধভাবে হরফ আদায়ের সহিত কোরআন শরীফ পাঠ করা শিখানো হয় তাছাড়া সুন্নাতের প্রশিক্ষণও দেয়া হয়। আপনি ও **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী পরিবেশের সাথে সম্পৃক্ত হয়ে যান, اِنْ شَآءَ الله কোরআনে পাক শিখা, শিখানো এবং এর শিক্ষাকে প্রসার করার মানসিকতা তৈরী হবে।

এহি হ্যায় আ'রজু তালিমে কোরআন আম হো জায়ে
হামারা শওক সে কোরআন পড়না কাম হো জায়ে

১. মায়ালিমুস সুনান, ১/২৫১।

আলিম কতজন লোকের শাফায়াত করবে?

প্রশ্ন: আলিম কতজন লোকের সুপারিশ করবে?

উত্তর: কিয়ামতের দিন আলিমগণ অসংখ্য লোকের শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। হযরত সায়্যিদুনা ওসমান বিন আফফান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হতে বর্ণিত, **প্রিয় নবী** صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: কিয়ামতের দিন তিনটি দল শাফায়াত (সুপারিশ) করবে, নবীগণ عَلَیۡہِمُ الصَّلٰوۃُ وَ السَّلَام অতঃপর আলিমগণ, অতঃপর শহীদগণ।[১]

রাসূলে আকরাম, নূরে মুজাসসাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যে ব্যক্তি কোন আলিমের সাক্ষাত করলো, সে যেনো আমার সাক্ষাত করলো আর যে ব্যক্তি আলিমের সাথে মুসাফাহা (করমর্দন) করলো, সে যেন আমার সাথে মুসাফাহা করলো এবং (কিয়ামতের দিন) আলিমকে বলা হবে: নিজের শাগরেদদের শাফায়াত করো, যদিও তারা আসমানের নক্ষত্রের সমান হয়।[২]

নবীয়ে রহমত, শফীয়ে উম্মত صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যখন কিয়ামতের দিন আসবে, **আল্লাহ পাক** আবিদদের এবং মুজাহিদদের ইরশাদ করবেন: তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করো, তখন আলিমগণ আরয করবে: আমাদের জ্ঞানের কারণেই তারা ইবাদত করেছে এবং

১. ইবনে মাজাহ, কিতবুয যুহ্দ, বাবু যিকরিশ শাফায়াতি, ৪/৫২৬, হাদীস নং- ৪৩১৩।
২. ফিরদাউসুল আখবার, বাবুল ইয়া, ২/৫০৩, হাদীস নং- ৮৫১৭।

জিহাদ করেছে, তখন **আল্লাহ পাক** ইরশাদ করবেন: তোমরা আমার নিকট আমার কিছু ফিরিশতার মতই, তোমরা শাফায়াত (সুপারিশ) করো, তোমাদের শাফায়াত গ্রহন করা হবে। তারা শাফায়াত করবে, অতঃপর জান্নাতে প্রবেশ করবে।[১]

আলা হযরত, ইমামে আহলে সুন্নাত, মুজাদ্দিদে দ্বীন ও মিল্লাত, মাওলানা শাহ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: আলেমগণ অসংখ্য লোকের শাফায়াত (সুপারিশ) করবে, এমনকি আলিমের সাথে যেসব লোকের সামান্যতমও সম্পর্ক থাকবে, তারও শাফায়াত করবে। কেউ বলবে: আমি অযুর জন্য পানি দিয়েছিলাম, কেউ বলবে: আমি অমুক কাজ করেছিলাম।[২]

মসজিদে দরসের অনুমতি না হলে?

প্রশ্ন: যদি কোন মসজিদে দরসের অনুমতি না হয় তখন কি করবে?

উত্তর: যদি কোন মসজিদে দরস ও বয়ানের অনুমতি না হয়, তবে মসজিদের পরিচালনা পরিষদকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে বা এলাকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মাধ্যমে অনুমতি নেয়ার চেষ্টা করুন। যদি এভাবেও অনুমতি না হয়, তবে মসজিদের

১. ইহইয়াউল উলুম, কিতাবুল ইলম, বাবুল আওয়াল, ফদিলাতুত তালিম, ১/২৬।
২. মলফুযাতে আলা হযরত, ৯৬ পৃষ্ঠা।

বাইরে দরজায় দরস ও বয়ানের ব্যবস্থা করুন। যদি কেউ জিজ্ঞেস করে যে, মসজিদের ভেতর দরস দিচ্ছেন না কেন? তখন মসজিদের পরিচালনা পরিষদের বিরোধিতা না করে অত্যন্ত নম্রতার সহিত এরূপ আরয করুন যে, "মসজিদে দরসের অনুমতি নেই, তাই আমরা বাইরে দরস দিচ্ছি।" এরচেয়ে বেশী কিছুই বলবেন না। হতে পারে কোন হৃদয়বান ব্যক্তি নিজেই আপনাদেরকে মসজিদে দরস দেয়ার অনুমতি নিয়ে দিবে।

বর্হিবিশ্বে মাদানী কাজ সুদৃঢ় করার পদ্ধতি

প্রশ্নঃ আমাদের দেশ ছাড়া অন্যান্য দেশে মাদানী কাজ কিভাবে সুদৃঢ় করবে?

উত্তরঃ বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, "কাজই, কাজ শিখায়" যখন আপনি কোন স্থানে পরিশ্রম ও অটলতার সহিত মাদানী কাজ করতে থাকেন, তখন আপনার মানসিকতায় স্বাভাবিকভাবে মাদানী কাজ বৃদ্ধি করার এবং সুদৃঢ় করার নতুন নতুন পদ্ধতি আসতে থাকবে। অন্যান্য দেশে মাদানী কাজ বৃদ্ধি করা এবং সুদৃঢ় করার জন্য সেখানকার "স্থানীয় লোকের" মাঝে কাজ করতে হবে, যদি আপনি সেখানে শুধু আপনার দেশে মানুষের মাঝেই চেষ্টা করতে থাকেন তবে আসলে আপনি কৃতকার্য হতে পারবেন না, কেননা তারা সেখানে সংখ্যালঘু হয়ে থাকে আর সংখ্যালঘুদের তুলনায় স্থানীয় অধিবাসীদের

www.dawateislami.net

গুরুত্ব, প্রভাব এবং দৃঢ়তা অধিক হয়ে থাকে। তরবিয়্যতি ইজতিমায় এসব দেশ থেকে যেসকল কাফেলা আসে তাদের মধ্যে সেখানকার স্থানীয় (**Native**) ইসলামী ভাইদেরকে ব্যক্তিগতভাবে বুঝিয়ে অধিকহারে আনার চেষ্টা করুন, যাতে তাদের বিশুদ্ধ ইসলামী উসূল অনুযায়ী প্রশিক্ষণ হয় এবং তারা নিজের দেশে গিয়ে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী কাজের সাড়া জাগিয়ে তুলে।

অধিকহারে যয়তুন শরীফ আহার করার কারণ

প্রশ্নঃ আপনাকে খাওয়ার সময় প্রায় যয়তুন ব্যবহার করতে দেখা যায় এবং আপনি এর বিচিও ফেলে দিতে নিষেধ করেন, এর কারণ কি?

উত্তরঃ আমি যয়তুন শরীফকে তাবাররুক হিসেবে ব্যবহার করি এবং এর বিচি আদবের কারণে ফেলে দিইনা, কেননা যয়তুন একটি পবিত্র গাছ, যার ব্যাপারে ১৮তম পারা সূরা নূর এর ৩৫ নং আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে:

شَجَرَةٍ مُّبٰرَكَةٍ زَيْتُوْنَةٍ
(পারা ১৮, সূরা নূর, ৩৫)

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদঃ
বরকতময় বৃক্ষ যয়তুন দ্বারা;

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে হযরত সায়্যিদুনা আহমদ বিন মুহাম্মদ সাভী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ উদ্ধৃত করেন: যয়তুন শরীফের জন্য সত্তরজন আম্বিয়া عَلَيْهِمُ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَام বরকতের দোয়া করেছেন, যাঁদের মধ্যে হযরত সায়্যিদুনা ইব্রাহিম খলীলুল্লাহ

عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام বরং স্বয়ং **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ও রয়েছেন।[১]

এই আয়াতে মুবারাকার আলোকে **তাফসীরে খাযিনে** রয়েছে: এর ফলকে "যয়তুন" এবং তেলকে "যাইত" বলা হয়। হযরত নূহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام এর যুগের তুফানের পরে সর্বপ্রথম তুর পাহাড়ে যয়তুন শরীফই উৎপন্ন হয়েছিলো (যেখানে হযরত সায়্যিদুনা মুসা কালিমুল্লাহ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام **আল্লাহ পাকে**র সহিত কথা বলেছেন)। কোন কোন ওলামা বলেন: তিন হাজার বছর পর্যন্ত এই গাছ অবশিষ্ট থাকে।[২] তার তেল দ্বারা প্রদীপ জ্বালানো যায় এবং রান্নার তেল হিসেবেও ব্যবহার করা যায়। যা তেল সমূহের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরিষ্কার এবং আলো প্রদানকারী এবং এর পাতা ঝরে পড়ে না।[৩]

প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: যয়তুনের আহারও করো এবং লাগাও, কেননা তা বরকতময় গাছের।[৪] চিকিৎসকদের বর্ণনা হলো: যয়তুনের তেল দৈনিক ২৫ গ্রাম আহার করাতে পুরোনো কোষ্ঠকাঠিন্য দূর হয়ে যায়, যয়তুনের আচার ক্ষুধা বৃদ্ধি করে এবং

১. তাফসীরে সাভী, ১৮তম পারা, আন নূর, ৩৫ নং আয়াতের পাদটিকা, ৪/১৪০৫।
২. তাফসীরে খাযিন, ১৮তম পারা, মু'মিনুন, ২০ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩২৩।
৩. তাফসীরে খাযিন, ১৮তম পারা, আন নূর, ৩ নং আয়াতের পাদটিকা, ৩/৩৫৩-৩৫৪।
৪. তিরমিযী, কিতাবুল আতইমাতি, ৩/৩৩৬-৩৩৭, হাদীস নং-১৮৫৮।

কোষ্ঠকাঠিন্য রোধ করে। এটাও বলা যায় যে, যয়তুনের তেল খারাপ কোলেস্ট্রল দূর করে। যয়তুন শরীফের তেল পাকানোর সময় ঢালবেন না বরং খাওয়ার সময় তরকারীর উপর চামচ দ্বারা কাঁচা ঢেলে খাবেন, একেবারেই স্বাদ পরিবর্তন হয়না।

বিজোড় সংখ্যায় যয়তুন ব্যবহার করার হিকমত

প্রশ্নঃ এটাও দেখা গেছে যে, আপনি বিজোড় সংখ্যায় (অর্থাৎ এক বা তিনটি) যয়তুন আহার করেন, এতে কি হিকমত?

উত্তরঃ যয়তুন শরীফ হোক বা অন্য যেকোন এরূপ জিনিস (যেমন; আনজির, খুবানি ফল, আখরোট এবং বাদাম ইত্যাদি) যা গণনা করা যায় তা বিজোড় সংখ্যায় ব্যবহার করা উচিৎ। এর হিকমত বর্ণনা করে হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ عَلَيْهِ বলেন: যদি খোরমা, খুবানি অথবা ঐসকল জিনিস যা গণনা করা যায়, তবে তা বিজোড় সংখ্যায় আহার করবে, যেমন; সাত, এগার, একুশ। যাতে এর সব কাজ **আল্লাহ পাকের** সাথে সম্বন্ধ সৃষ্টি করে, কেননা **আল্লাহ পাক** হলেন বিজোড়, **তাঁর** কোন জোড়া নেই আর যে কাজের সাথে **আল্লাহ পাকের** যিকির যেকোন ভাবেই হয়না, সেই কাজ বাতিল এবং উপকারহীন হবে, এরই ভিত্তিতে বিজোড় জোড় থেকে উত্তম, কেননা তা **আল্লাহ পাকের** সাথে সম্মন্ধ রাখে (অর্থাৎ এভাবে **আল্লাহ পাকের**

www.dawateislami.net

একত্ববাদের যিকিরও হবে যে, **আল্লাহ পাক** এক এবং অদ্বিতীয়)।[১]

দোয়াও বিজোড় সংখ্যায় করা উচিৎ, কেননা রইসুল মুতাকাল্লেমীন মাওলানা নকী আলী খান رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: দোয়া বিজোড় সংখ্যায় হতে হবে কেননা "**আল্লাহ পাক** বিজোড় (অর্থাৎ একাকি), বিজোড় সংখ্যাকে ভালবাসেন।[২] পাঁচ সংখ্যাটি উত্তম আর সাত সংখ্যাটি **আল্লাহ পাকের** অত্যন্ত প্রিয় এবং সর্বনিম্ন মর্যাদাবান হলো তিন, এর চেয়ে কম চাইবেনা।[৩]

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১. কিমিয়ায়ে সাআদাত, রুকনে দোম, উসুলে আউয়াল, ১/২৭৩।
২. নাসায়ি, কিতাবু কিয়ামুল লাইল ওয়া তাতভিউন নাহার, ২৯১ পৃষ্ঠা, হাদীস নং- ১৬৭২।
৩. ফাযায়িলে দোয়া, ৮১ পৃষ্ঠা।

তথ্যসূত্র

❁	কোরআনুল করীম	আল্লাহ্ পাকের বাণী	❁❁❁❁❁
নং	কিতাবের নাম	লেখক/সংকলক	প্রকাশনা
১	কানযুল ঈমান	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিজরী
২	খাযায়িনুল ইরফান	সদরুল আফাযিল মুফতী নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী, ওফাত ১৩৬৭ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা ১৪৩২ হিজরী
৩	তাফসীরে খাযিন	আলাউদ্দীন আলী বিন মুহাম্মদ বাগদাদী, ওফাত ৭৪১ হিজরী	আল মাতবাতুল মায়মুনিয়া, মিশর ১৩১৭ হিঃ
৪	তাফসীরে কবির	ইমাম ফখরুদ্দীন মুহাম্মদ বিন ওমর বিন আল হুসাইন রাজি আশ শাফেয়ী, ওফাত ৬০৬ হিজরী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৪২০ হিজরী
৫	রুহুল বয়ান	মাওলানা আর রুম শায়খ ইসমাঈল হক্কি করুসী, ওফাত ১১৩৭ হিজরী	কোয়েটা, ১৪১৯ হিজরী
৬	হাশিয়াতু আসসাবী আলাল জালালাইন	আহমদ বিন মুহাম্মদ সাবী মালেকি খলুফী, ওফাত ১২১৪ হিজরী	দারুল ফিকির বৈরুত ১৪২১ হিজরী
৭	তাফসীরে নঈমী	হাকিমুল উম্মত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিজরী	মাকতাবায়ে ইসলামীয়া মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
৮	সুনানে ইবনে মাজাহ	ইমাম মুহাম্মদ বিন আল কাযবানী ইবনে মাজাহ, ওফাত ২৭৩ হিজরী	দারুল মারেফা, বৈরুত
৯	সুনানে আবু দাউদ	ইমাম আবু দাউদ সুলায়মান বিন আসয়াস, ওফাত ২৭৫ হিজরী	দারু ইহইয়াউত তুরাসিল আরাবী, ১৪২১ হিজরী
১০	সুনানে তিরমীযী	ইমাম মুহাম্মদ বিন ঈসা তিরমীযী, ওফাত ২৭৯ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৪ হিজরী
১১	সুনানে নাসায়ী	ইমাম আহমদ বিন শোয়াইব নাসায়ী, ওফাত ৩০৩ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৬ হিজরী
১২	আল জামেউস সগীর	ইমাম জালালুদ্দীন বিন আবু বকর সুয়ূতী, ওফাত ৯১১ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৫ হিজরী
১৩	মায়ালিমুস সুনান	আবু সুলায়মান আহমদ বিন মুহাম্মদ আল খাত্তাবী, ওফাত ৩৮৮ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪২৬ হিজরী
১৪	আয যুহদুল কবির	ইমাম আবু বক্র আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকি, ওফাত ৪৫৮ হিজরী	মুয়াচ্ছাতিল কুতুবিল সাকাফিয়া

১৫	শুয়াবুল ইমান	ইমাম আবু বক্কর আহমদ বিন হুসাইন বায়হাকি, ওফাত ৪৫৮ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪২১ হিজরী
১৬	ফিরদৌসুল আখবার	হাফিয সেরবিয়া বিন শহরদার বিন সেরবিয়া দাইলামী, ওফাত ৫০৯ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত
১৭	আত তারগীব ওয়াত তারহীব	হাফিয যাকিউদ্দীন আব্দুল আজিম মুনজবী, ওফাত ৬৫৬ হিজরী	দারুল ফিকির, বৈরুত ১৪১৮ হিজরী
১৮	শানে হাবিবুর রহমান	হাকিমুল মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন নঈমী, ওফাত ১৩৯১ হিজরী	নঈমী কুতুব খানা, গুজরাট
১৯	আল হাদীকাতুন নাদীয়া	সায়্যিদি আব্দুল গণি নাবলুসী হানাফী, ওফাত ১১৪১ হিজরী	পেশোয়ার, পাকিস্তান
২০	আল ইয়াকিত ওয়াল জাওয়াহের	আব্দুল ওয়াহহাব বিন আহমদ বিন আলী বিন আহমদ শারানী, ওফাত ৯৭৩ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪১৯ হিজরী
২১	আর রিসালাতুল কুশাইরিয়া	ইমাম আবুল কাশেম আব্দুল করিম বিন হাওয়াজিন কুশাইরি, ওফাত ৪৬৫ হিজরী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা, বৈরুত, ১৪১৮ হিজরী
২২	ইহয়ায়ে উলুমুদ্দীন	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিজরী	দারু ছাদের, বৈরুত ২০০০ খ্রিস্টাব্দ
২৩	কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী, ওফাত ৫০৫ হিজরী	ইন্তিসারাত গঞ্জীয়া, তেহরান
২৪	ফাযায়িলে দোয়া	রইসুল মুতাকাল্লিমীন মাওলানা নকী আলী খান, ওফাত ১২৯৭ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২৫	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	আলা হযরত ইমাম আহমদ রযা খাঁন, ওফাত ১৩৪০ হিজরী	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
২৬	বাহারে শরীয়াত	সদরুস শরীয়া মুফতী আমজাদ আলী আযমী, ওফাত ১৩৬৭ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২৭	মলফুযাতে আলা হযরত	মুফতী মুহাম্মদ মোস্তফা রযা খাঁন, ওফাত ১৪০২ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
২৮	আনওয়ারে রযা	❁❁❁❁❁	যিয়াউল কোরআন পাবলিকেশন্স, লাহোর
২৯	কারামাতে সাহাবা	শায়খুল হাদীস আব্দুল মোস্তফা আযমী, ওফাত ১৪০৬ হিজরী	মাকতাবাতুল মদীনা, করাচী
৩০	সচ্চী হিকায়াত	সুলতানুল ওয়ায়েজিন মাওলানা আবুন্নুর মুহাম্মদ বশির সাহেব	ফরিদ বুকস্টল, মারকাযুল আউলিয়া লাহোর

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

নেক-নামাযী হওয়ার জন্য

প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ পাকের সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারা রাত অতিবাহিত করুন। ❁ সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য আশিকানে রাসূলের সাথে প্রতি মাসে তিন দিন কাফেলায় সফর এবং ❁ প্রতিদিন "পরকালিন বিষয়ে চিন্তা ভাবনা" করার মাধ্যমে মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকা পূরণ করে প্রত্যেক মাসের ১ম তারিখ আপনার এলাকার যিম্মাদারকে জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন।

আমার মাদানী উদ্দেশ্য: "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْشَآءَاللّٰه নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইনআমাতের পুস্তিকার উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য "কাফেলায়" সফর করতে হবে। اِنْشَآءَاللّٰه

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : গোলপাহাড় মোড়, ও.আর. নিজাম রোড, পাঁচলাইশ, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭১৪১১২৭২৬
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭২২৬৩৪৩৬২
E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net